দেড় বছরে ভাঙ্গলো তিনবার!

কপোতাক্ষ নদের পাড় ঘেষে যাওয়া খালিশপুর-যাদবপুর ভায়া জিন্নানগর সড়কের মহেশপুর পৌরসভার সামনে ১০২ মিটারের সড়কের ভাঙ্গন ঠেকাতে মাত্র তিন মাস আগে ব্যয় করা হয়েছে ৩২ লাখ টাকা। কিন্তু কোনো কাজেই আসেনি। চলতি সপ্তাহের বৃষ্টিতে আবারো ধসে পড়েছে সড়কটি। এরও এক বছর পূর্বে প্যালাসাইটিং বসিয়ে আরেক দফা চেষ্টা করা হয়েছিল, সেটাও কোনো কাজে আসেনি। বছর যেতে না যেতেই ধস নামে সড়কের ওই অংশের।

স্থানীয়রা বলছেন, সংষ্কার কাজ হয় কিন্তু তার মান সঠিক থাকে না। যে কারনে ২/৪ মাস যেতে না যেতেই ভেঙ্গে যায় গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটি। আর সড়ক বিভাগের দাবি দুই বছর পূর্বে নদী খননের সময় তলদেশ থেকে মাটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এখন তারা যেভাবেই চেষ্টা করুন না কেন কোনো কাজে আসছে না। তবে তারা এবার শক্ত ভাবে বাঁধ দিয়ে সড়ক সংষ্কার করবেন বলে আশা করছেন।

এদিকে ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার ব্যস্ততম সড়কটি এভাবে ভেঙ্গে পড়ে থাকায় যানবাহন চলাচল করছে মারাত্বক ঝুকি নিয়ে। বড় বড় গাড়িগুলো প্রচন্ড যানজট এড়াতে উপজেলা শহরের ভিতর দিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। আর ছোট ছোট যানবাহনগুলো ভাঙ্গনের পাশ দিয়ে ঝুকি নিয়ে চলাচল করতে দেখা গেছে।

স্থানীয়রা জানান, ঝিনাইদহ জেলার সীমান্তবর্তী একটি উপজেলা মহেশপুর। ভারত সীমান্তবর্তী উপজেলা হওয়ায় এটির গুরুত্ব অনেক। এই উপজেলার মানুষের চলচলের জন্য প্রধান সড়ক হিসেবে কালীগঞ্জ-জীবননগর সড়কের খালিশপুর থেকে চলাচলের একমাত্র সড়ক এটি। এটি খালিশপুর থেকে কপোতাক্ষ নদ এর ধার দিয়ে মহেশপুর শহর পেরিয়ে দত্তনগর হয়ে জীন্নানগর পেরিয়ে যাদবপুর গেছে। সড়কটি সড়ক ও জনপথ বিভাগের আওতাধীন। ইতিপূর্বে সড়কটি খুবই খারাপ ছিল। চলাচলের অনুপযোগি হয়ে পড়ায় এলাকাবাসি দাবি জানিয়ে আসছিল মেরামতের। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৩৯ কোটি টাকা ব্যায়ে ওই সড়কটির সাড়ে ৪৮ কিলোমিটার সংষ্কার কাজ করা হয়। যার মহেশপুর শহরের কিছু রয়েছে কপোতাক্ষ নদ এর ধার ঘেষে। এই সংষ্কারের পর মহেশপুরবাসি ভালোভাবে চলাচল করে আসছিলেন।

এই অবস্থায় গত ২০২৩ সালের শেষ দিকে সড়কটির মহেশপুর শহরের মহেশপুর পৌরসভা ভবনের পাশে কপোতাক্ষ নদ এর ধারে ধস দেখা দেয়। ওই

স্থানের ১০২ মিটার জায়গার পিচ-পাথর বসে যেতে শুরু করে। এরপর দেখা দেয় ভাঙ্গন। অল্পদিনের মধ্যে সড়কটির উত্তর পাস ধসে কপোতাক্ষ নদ এর মধ্যে চয়ে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দা শহিদুল ইসলাম জানান, সড়কটি ভাঙ্গন অবস্থায় তারা ঝুকি নিয়ে চলাচল করছিলেন। এরপর সড়ক বিভাগ থেকে একদফা সংষ্কার করা হয়। কিন্তু সেটা বেশি দিন টেকেনি। সংষ্কার কাজের ৮ থেকে ৯ মাস পরই আবারো ধস দেখা দেয়। এই অবস্থায় চলতি বছরের জুন মাসের দিকে দ্বিতীয় দফা সংষ্কার কাজ করেন। এবার মাত্র তিন মাস যেতে না যেতেই গত দুই সপ্তাহ হলো তৃতীয় দফা ধস নেমেছে। এবার সড়কটির অর্ধেক অংশের বেশি নদ এর মধ্যে চলে গেছে। কর্তৃপক্ষ এক সপ্তাহ হলো বালি দিয়ে গর্ত ভরাটের চেষ্টা করেছেন। সেটাও হয়নি, ইতিমধ্যে বালিও বসে গেছে। অনুমান করা হচ্ছে তলদেশ দিয়ে বালি সরে নদ এর মধ্যে চলে গেছে।

ওই সড়কে চলাচলকারী যাত্রীবাহি বাসের চালক শমসের আলী জানান, তারা যশোর থেকে কালীগঞ্জ হয়ে জিন্নানগর পর্যন্ত চলাচল করে থাকেন। এই ধসের কারনে তাদের মহেশপুর শহর ঘুরে যেতে হচ্ছে। এতে প্রায়ই শহরের মধ্যে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। আর এই ঘটনা মাঝে মধ্যেই হয়ে থাকে বলে জানান। তিনি বলেন, এই ভাঙ্গন রোধে স্থায়ী পদক্ষেপ জরুরী।

আর সড়ক বিভাগে খোঁজ নিতে গেলে এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে জানান, তারাও সড়কটি নিয়ে চিন্তিত। কোনো ভাবেই এই ধস সামলাতে পারছেন না। সর্বশেষ তারা ৩২ লাখ টাকা খরচ করে রিটেনিং ওয়াল দিয়ে ভাঙ্গন ঠেকানোর চেষ্টা করেছেন। সেটাতেও এই ধস নামায় তারা বুঝে উঠতে পারছেন না কিভাবে এই জায়গাটি রক্ষা করবেন।

বিষয়টি নিয়ে সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলী আহসান উল কবীর জানান, তারাও এটি নিয়ে চিন্তিত।

তিনি বলেন, সড়কটির ৩ বছর পূর্বে যখন সংষ্কার হয়েছিল তখন কোনো সমস্য দেখা দেয়নি। পরে কপোতাক্ষ নদ খননের কাজ করা হয়। তিনি আরো বলেন, সাধারণত নদ-নদী খননের সময় ভেতরের মাটি কেটে পাড় বাঁধা হয়। এখানে সেটা করা হয়নি। নদ এর ভেতর থেকে কাটা মাটি সড়কের উপর রাখা হয়েছিল, সেই মাটি পরে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। যে কারনে ভাঙ্গন স্থানের তলদেশের মাটি আলগা থাকায় এই অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। তবে তারা পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে টেকসই ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান।

ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগ নেতার পদত্যাগ

ঝিনাইদহ বাসীর কাছে দোয়া চেয়ে আওয়ামী লীগ থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিলেন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম আশরাফ নামের এক আওয়ামী লীগ নেতা। তিনি আর কোন দিন আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে সম্পর্ক রাখবেন না বলেও জানিয়েছেন। সেই সাথে তিনি তার অসুস্থতার কারণে সকলের কাছে দোয়াও চেয়েছেন।

তিনি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক।

আশরাফুল ইসলাম বলেন, আমি এক জন হার্টের রোগী। আমার কিছুদিন আগের বাইপাস সার্জারি করা হয়েছে। দীর্ঘদিন রোগে আক্রান্ত থাকার কারণে এখন আমি খুবই অসুস্থ। সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা করছি। আমি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। আমি স্বেচ্ছায়, স্বইচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করলাম। এখন থেকে আওয়ামী লীগের দলের সাথে আমার আর কোন সংযোগ নেই। আমি সংগঠন থেকে চিরতরে অব্যাহতি নিলাম। রাজনীতি থেকে অব্যাহতি নিলাম। আমি আর রাজনীতির সাথেই যাব না। স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে চাই। আর যে কয়দিন বেঁচে আছি সবার কাছে দোয়া প্রার্থী। আমি অসুস্থ মানুষ, যেন ভালো থাকতে পারি।

উল্লেখ্য, আশরাফুল ইসলাম আশরাফ দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। এর আগে তিনি আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেয়ে ইউপি চেয়ারম্যানও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ঝিনাইদহে ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন ও সক্রিয়করণ সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন ও সক্রিয়করণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দি ইউএসএআইডি আইন সহায়তা অ্যাক্টিভিটির আর্থিক সহযোগিতায়, ডেমোক্রসি ইন্টারন্যাশনাল বাস্তবায়নে এবং রাইটস যশোর সংস্থার অয়োজনে, আজ বৃহস্পতিবার (২৪ অক্টোবর) সকালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার দোগাছি ইউনিয়ন পরিষদে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দোগাছি ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটির সভাপতি মো:মোফাজ্জল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন ও সক্রিয়করণ সভায় উপস্থতি ছিলেন,ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, মো: ইউনুছ আলী সরদার, জেলা র্কমর্কতা, মাহমুদুল হাসান, উপজেলা সহকারী শৈলকুপা , বিষ্ণু পদ ঘোষ, উপজেলা সহকারী, কোটচাঁদপুর, আখি রানী পাল, উপজলো সহকারী, ঝিনাইদহ সদর, রাইটস যশোর।

সভায় বক্তারা সরকারি আইনী সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে গরিব, অসচ্ছল ও নির্যাতিত মানুষের আইনি অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটির সক্রিয়করণ এবং প্রচার-প্রচারণার উপর গুরুত্ব এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে যার যার প্রথা, রীতি মেনে চলার আহবান জানান। এছাড়া নিজেদের অবস্থান থেকে ইউনিয়নের তৃণমূল পর্যায়ে বসবাসরত জনসাধারণকে গরিব, অসহায়, লিগ্যাল এইড কার্যক্রম এবং সরকারের সহযোগিতা করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হয় ।

ঝিনাইদহের প্রবাসীকে বিয়ে করে অর্ধ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

কিশোর সন্তানের তথ্য গোপন করে ঝিনাইদহের এক প্রবাসীকে বিয়ে করে বিভিন্ন তাল-বাহানায় অর্ধ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে রাজশাহীর নাছরীন নামের এক নারীর বিরুদ্ধে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজশাহীর বোয়ালিয়া থানার মেহেরচন্ডী উত্তর পাড়ার মোঃ মুনছুর আলীর মেয়ে, মোবাইলে প্রেমের সম্পর্ক ধরে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পুটিয় গ্রামের মোঃ আয়ুব আলীর ছেলে লিটনের বাড়িতে আসেন। লিটন মালয়েশিয়া প্রবাসী। দীর্ঘদিন মোবাইলে সম্পর্কের জের ধরেই বিয়ের সিদ্ধান্ত হলে নাছরীন লিটনের বাড়িতে আসেন। লিটন মালয়েশিয়াতে থাকায় স্থানীয় কাজি ডেকে মোবাইলের মাধ্যমে বিয়ে হয় তাদের। এরপর থেকে বিভিন্ন বায়না ধরে লিটনের কাছ থেকে টাকা ও সোনার গয়না নিতে থাকে নাছরীন। এভাবে লিটনের কাছ থেকে সাত ভরি স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ প্রায় অর্ধকোটি টাকা আত্মসাৎ করে নাছরীন।

প্রবাসী লিটন জানান, এই টাকা দিয়ে রাজশাহীতে একটি ফ্লাট বাড়িও করেছেন নাছরীন। এছাড়াও সাত ভরি স্বর্ণালঙ্কার দিয়েছি তাকে। মোবাইলে যখন সম্পর্ক হয় তখন নাছরীন নিজেকে এতিম ও অসহায় বলে পরিচয় দিয়েছিল আমাকে। যে কারণে নাছরীনের কোন কিছুতেই অপুরণ রাখিনি। যখন যা চেয়েছে তাই দিয়েছি আমি। কিন্তু আমি মালয়েশিয়া থেকে বাড়িতে আসার পর নাছরীনের কিছু কিছু কাজে আমার সন্দেহ হতে থাকে। রাজশাহী তার বাবার বাড়ি বেড়াতে যেতে চাইলে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে যেতে চাইতো না। এছাড়াও ভারতে চিকিৎসা করানোর কথাসহ বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার কথা বলে এপর্যন্ত প্রায় সাত থেকে আট বার টাকা নিয়েছে, কিন্তু পরে শুনতে পেলাম সে চিকিৎসা করাতে ভারতে যায়নি। কেন চিকিৎসা করাতে যায়নি শুনতে চাইলে জানায়, ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এদিকে কয়েক দফা বলার পর রাজশাহী তার বাবার বাড়িতে যেতে রাজি হলে, লিটন রাজশাহীতে যেয়ে দেখে তার ১৮/১৯ বছরের একটি ছেলে রয়েছে। ছেলেটি কার শুনতে চাইলে, তার বোনের ছেলে বলে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু বিয়ের আগে নাছরীন আমাকে জানিয়েছিলো সে এতিম তার কেউ নেই। বিভিন্ন স্পর্শকাতর কথা বলাই, আমি নাছরীনের

প্রতি দুর্বল হয়ে তাকে স্বচোক্ষে না দেখেই এই বিয়েতে মত দিয়েছিলাম। কিন্তু ঐ ১৮/১৯ বছরের ছেলেটি যে তার এবং এর আগে নাছরীনের বিয়ে হয়েছিল একথা জানতে পেরে আমার মনে ঘৃনার পাত্র হয়ে যায় নাছরীন। একদিকে অন্ধ এই ভালোবাসার সাথে নাছরীনের প্রতারণা, অন্যদিকে দিনের পর দিন বিভিন্ন অজুহাতে তার লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়ার ফন্দি লিটনের মগজে নাড়া দেয়।

লিটন সাংবাদিকদের জানায়, একদিকে আমার সরলতার সুযোগে, অন্যদিকে ১৭/১৮ বছর বিদেশ থাকায় আমার টাকা আছে এটা ভেবেই নাছরীন মনে হয় আমাকে টার্গেট করেছিল। একথা আমি বুঝতে পারিনি। আমার এতো কিছু থাকতেও আমি একজন এতিম মেয়েকে অন্ধ ভাবে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু এই প্রতারকের ফাঁদে আর নয়। সমস্ত নিয়ম মেনে কোর্টের মাধ্যমে ডিভোর্স দিয়ে আমি মালয়েশিয়া চলে যায়। এতেও ক্ষ্যান্ত না হয়ে ডিভোর্সের দুই মাসের মধ্যে আমার চাকরি খেতে নাছরীন মালয়েশিয়া চলে যায়।

লিটন বলেন, কতোটা দুর্ধর্ষ হলে একটি মেয়ে বিদেশে যাওয়ার মত রিস্ক নিতে পারে এটা আপনাদের মাধ্যমে আমি প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চায়। এঘটনার পর আমি থানাতে একটি জিডি করেছি। আমি বিদেশে যেয়েও নাছরীনের কাছে জীবনের নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছি।

লিটনের বাবা আয়ুব হোসেন জানান, আমরা নাছরীনের ছলনায় ভুলে গিয়েছিলাম। নাছরীনের এর আগে বিয়ে হয়েছে এবং ১৮/১৯ বছরের একটি ছেলে আছে এর কোন কিছুই আমাদের জানায়নি। পরে আমার ছেলে জানতে পেরে তাকে ডিভোর্স দিয়েছে। তিনি বলেন, এই প্রতারণার কথা শুনেও আমরা তাকে মেনে নিয়েছিলাম। বিভিন্ন অজুহাতে আমার ছেলের কাছ থেকে প্রায় ৫০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে নিঃস্ব করেছে নাছরীন। পরে শুনতে পেলাম ডিভোর্সের পর ক্ষিপ্ত হয়ে মালয়েশিয়ায় চলে গেছে নাছরীন। আমরা এই মেয়েটির হাত থেকে বাঁচতে চাই।

ঝিনাইদহে এইচপিভি টিকা

[illegible]

[illegible] ([illegible]) [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]-[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] (why are clean hands Steel important)[illegible] ([illegible]) [illegible]-[illegible] [illegible]

ধোয়া দিবস ২০২৪ পালন করে।

সকালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সরকারি প্রকৌশলী মীর আল আমিনের উপস্থিতিতে হাত ধোয়া দিবস ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য রাখেন, ওয়েব ফাউন্ডেশনের প্রকল্প সমন্বয়কারী শাহেদ জামাল। হাত ধোয়া দিবসের মূল আলোচনা পত্র উপস্থাপন করেন ওয়েব ফাউন্ডেশনের প্রকৌশলী মোঃ খালিদ হাসান।

এসময় প্রধান অতিথি প্রকৌশলী মীর আল আমিন তার আলোচনায় বলেন,স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের পূর্বশর্ত। ডায়রিয়া ও পানিবাহিত নানা রোগ থেকে রক্ষা পেতে স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার বিকল্প নেই। খাওয়ার আগে ও পরে, টয়লেট ব্যবহারের পর এবং অন্যান্য সময়ে সকলের হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়তে পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব অত্যধিক। কিভাবে হাতের মাধ্যমে জীবাণু মানব শরীরে প্রবেশ করে এবং সুস্থ থাকার জন্য হাত দেওয়ার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।

তিনি আরো বলেন, সামাজিক এ আন্দোলনকে আরও বেগবান করতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও গণমাধ্যমসহ দেশের প্রতিটি নাগরিককে এগিয়ে আসারও আহ্বান জানান । আলোচনা শেষে দুই হাত ধোয়ার কৌশল হাতে কলমে প্রদর্শন করেন। সেসময় উপস্থিত সকলে প্রাত্যহিক জীবন নিয়ম অনুযায়ী হাত ধোয়ার নিয়ম মেনে চলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে সার্বিক পরিচালনায় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ঝিনাইদহ ইউনিট ম্যানেজার মোঃ ইব্রাহিম ইসলাম,সাংবাদিক,সমাজ উন্নয়ন কর্মী, শিক্ষার্থীসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ।

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ

রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন চুপ্পুর পদত্যাগের দাবিতে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

আজ মঙ্গলবার(২২ অক্টোবর) বিকেলে ঝিনাইদহ শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্ত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পায়রা চত্ত্বরে এসে শেষ হয়।

মিছিলকারীরা সেসময় রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেয়।

মিছিল শেষে এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক আবু হুরাইরা, আবু রায়হান রিহান, সাইদুর রহমান, রতনা খাতুন ও শামিম আহম্মেদ।

এ সময় বক্তরা বলেন, ‘ স্বৈরাচারের দোসর রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন চুপ্পুকে অনতবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে। সেই সঙ্গে সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধের দাবি জানান তাঁরা।’

ঝিনাইদহে ধান ক্ষেতে পচন রোগ, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে ফলন কম হওয়ার আশংকা

ঝিনাইদহে মাঠে কৃষকের ধান ক্ষেতে পচন রোগ দেখা দিয়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে ফলন কম হওয়ার আশংকা করছে এ জেলার কৃষকরা। কয়েকদিনের টানা বৃষ্টি আর বৃষ্টির পর ভ্যাপসা গরমের কারনে ঝিনাইদহের ছয়টি উপজেলার গ্রামগুলোর মাঠে কৃষকের ধান ক্ষেতে খোলা পচা রোগ দেখা দিয়েছে। মাঠের পর মাঠ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ধান গাছের পাতা মারা যাচ্ছে। অনেক কৃষকের গোটা জমিতে এই রোগ

ছড়িয়ে পড়েছে। বিআর-৫১ জাতের ধান ক্ষেতে এই রোগ বেশি দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন এ জেলার কৃষকরা।

কৃষকরা বলছেন, এই রোগের কারনে তাদের ক্ষেতের ধানগাছ ক্রমেই শুকিয়ে আসছে। আগামীতে রোগাক্রান্ত ধান গাছে শীষ বের হবে না। ফলে ধানের উৎপাদন কমে যাবে। এখনই এই রোগ প্রতিরোধ করা না গেলে তারা মারাত্বক ক্ষতিগ্রস্থ হবেন।

আর কৃষি বিভাগ বলছেন, ছত্রাকনাশক স্প্রে করলে এই রোগ অনেকটা প্রতিরোধ করা যায়। তারা কৃষকদের সেভাবেই পরামর্শ দিচ্ছেন।

ঝিনাইদহ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সুত্রে জানাগেছে, চলতি বছর ঝিনাইদহ জেলার ৬ উপজেলায় উপসী জাতের ধান চাষ হয়েছে ৯৬ হাজার ৩০৮ হেক্টর, আর হাইব্রিড ধান চাষ হয়েছে ৮ হাজার ১৮০ হেক্টর। মোট ১ লাখ ৪ হাজার ৪ শত ৮৮হেক্টরে জমিতে ধান চাষ হয়েছে। এ থেকে ৫ লাখ ৬৮ হাজার ৪০৯ মেঃ টন ধান উৎপাদন হবার কথা।

কৃষি বিভাগ এই লক্ষ্যমাত্র নিলেও টানা বৃষ্ঠিতে ১১০ হেক্টর জমির ধান সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এতে প্রায় ৬ শত মেঃ টন ধান কম উৎপাদন হবে। এরপর দেখা দিয়েছে খোল পচা রোগ। এই রোগেও ফলন আরো অনেকটা কম হবে বলে কৃষকরা আশংকা করছেন।

সরেজমিনে ঝিনাইদহের ছয় উপজেলার একাধিক মাঠ ঘুরে ধান ক্ষেতে পাতা পচা রোগ দেখা গেছে। ধান গাছে থোড় (র্শীষ) হওয়ার পূর্ব মূহুর্তে গাছের পাতা মারা যাচ্ছে। কোনো কোনো জমিতে গোটা ফসলেই আক্রান্ত হয়েছে। এই পঁচন রোগ ধান গাছের নিচ থেকে শুরু হচ্ছে। যা ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই রোগে আক্রন্ত ধান গাছের নিচের অংশ খয়েরি রং ধারন করছে, যা আস্তে আস্তে গোটা গাছে ছড়িয়ে পড়ছে। এক পর্যায়ে ধান গাছের পাতা শুকিয়ে যাচ্ছে।

সদর উপজেলার চন্ডিপুর গ্রামের কৃষক পারভেজ আহমেদ জানান, তার ৭ বিঘা জমিতে ৫১ জাতের ধান চাষ করেছেন। প্রায় সব জমিতেই এই রোগ দেখা দিয়েছে। বৃষ্টির পর অল্প সময়ের মধ্যে গোটা জমিতে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রথমে গাছের নিচের অংশ থেকে পচন দেখা দেয়, যা ইতিমধ্যে উপরের দিকেও চলে এসেছে।

তিনি আরও বলেন, সার-ঔষধ, জমি তৈরীতে চাষ, ধানের জমির আগাছা পরিষ্কার, কাটা-পরিষ্কার সহ লেবার খরচ সহ এক বিঘায় তার ২২ হাজার থেকে ২৩ হাজার খরচ হয়েছে। এই এক বিঘায় তিনি ১৮ থেকে ২০ মণ ধান

পাবেন যা বিক্রি করে ২৮ থেকে ৩০ হাজার টাকা পাবেন। এখন যে অবস্থা তাতে ফলন অনেক কমে যাবে। এতে তিনি আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন বলে জানান। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে ছত্রাকনাশক ঔষধ দিয়েছেন, কিন্তু এতে কোনো কাজেই আসছেনা।

সদর উপজেলার বিষয়খালী গ্রামের কৃষক ফজলুর মিয়া জানান, বিআর-৫১ জাতের ধান তিনি প্রায় ৩ বিঘা চাষ করেছেন। গোটা জমিই তার এই পচন রোগে আক্রান্ত। ক্ষেতের আইলে গেলে মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এবার জমিতে ধান গাছ ভালো হয়েছিল। এখন থোড় (র্শীষ) বের হওয়ার সময়। সেই সময় বৃষ্টির কারনে এই পঁচন রোগ দেখা দিয়েছে। যা মাঠের পর মাঠ ছড়িয়ে পড়ছে।

শৈলকুপা উপজেলার মহাম্মদপুর গ্রামের কৃষক আজাদ হোসেন জানান, দ্রুত এই পচন রোগ ঠেকাতে না পারলে কৃষক মারাত্বক ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। অনেক কৃষক ধারদেনা করে চাষ করেন, তারা কিভাবে তাদের ঋণ পরিশোধ করবেন। তিনি নিজেও দোকান থেকে সার-ঔষধ বাকিতে নিয়ে দুই বিঘায় চাষ করেছেন। তার জমির ধানও পচন রোগে আক্রান্ত। ভালো ফলন না পেলে কিভাবে দোকান বাকি পরিশোধ করবেন তা নিয়ে চিন্তিত এই কৃষক।

কৃষি বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা নাম প্রকাশ না করে জানান, বৃষ্টির পর এই রোগ দেখা দিয়েছে। তবে সেটা ব্যপক নয়। তারা কৃষকদের আক্রান্ত জমিতে ছত্রাকনাশক ঔষধ স্প্রে করতে পরামর্শ দিচ্ছেন। এতে পচন অনেকটা ঠেকানো সম্ভব বলে জানান।

ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্ঠি চন্দ্র রায় জানান, কৃষকের ধান ক্ষেতে খোলপচা রোগ এখনও তেমন একটা দেখা দিয়েছে বলে তাদের কাছে এমন কোন তথ্য নেই। তবে বৃষ্টির পর খরা হলে এই রোগ দেখা দিয়ে থাকে। তিনি কোন এলাকায় এই রোগ দেখা দিয়েছে তার বিষয়ে তথ্য নিয়ে বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে জানান। তিনি বলেন, এই রোগে আক্রান্ত ক্ষেতে ছত্রাকনাশক স্প্রে করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

ঝিনাইদহে মাশরুম চাষীদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে আশার উদ্যোগে জেলার ৩০ জন মাশরুম চাষীদের নিয়ে দিন ব্যপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) শহরের এইড কমপ্লেক্সের কনফারেন্স রুমে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহ জেলার আশা’র সিনিয়র ডিষ্ট্রিক্ট ম্যানেজার হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্টি চন্দ্র রায় ও পার্বত্য জেলার রাংগামাটি কৃষি অফিসার খায়রুল বাশার টিপু।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন আশা’র সদর-১ ব্রাঞ্চ’র বিএম আবু সামা, (টিও) এগ্রি কিলোন চন্দ্র রায়সহ অন্যন্যারা। এছাড়াও আশা’র কারিগরি ও সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা নিয়ে ঝিনাইদহ জেলায় যে কেউ মাশরুম চাষ করতে পারবেন।

উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণ শেষে ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ৩ পিচ করে মাশরুমের বাণিজিক সম্মননা প্রদাণ দেয়া হয়।

ঝিনাইদহে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সংখ্যালঘুর জমি দখল

ঝিনাইদহের মহেশপুরে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অবৈধভাবে এক সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় আদালতে মামলা হলেও কোন কিছুর তোয়াক্কা করছে না ওই প্রভাবশালী ভূমিদস্যুরা।

জানা যায়, মহেশপুর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের সংখ্যালঘু ভরত দাস ও তার ভাই সম্ভু দাস পৈতৃক সুত্রে পাওয়া গ্রামের হামিদপুর মৌজার ২৮৬১ খতিয়ানের ৪০৩৯ ও ৪০৪০ দাগের মোট ২০৭ শতক জমির আরএস

রেকর্ডীয় মালিক। তারা দীর্ঘদিন ধরে ওই জমিতে চাষাবাদ করে সংসার চালিয়ে আসছিলো। কিন্তু গত ৫ সেপ্টেস্বর ওই গ্রামের বিএনপি নেতা শামসুল গাজী ও তার ছেলে ইলিয়াস গাজী এবং যুবদল নেতা তবিবর রহমান লোকজন দিয়ে ওই জমি দখল করে নেয়। জমিতে থাকা ফসল, গাছপালা কেটে তছরূপ করে। এতে বাঁধা দিলে উল্টো পিটিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেয় তারা। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী ভরত দাস আদালতে মামলা দায়ের করলে ওই জমিতে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী করে আদালত। সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে গত ১৫ অক্টোববর গোপালপুর গ্রামের শাকিল, আলমগীর, ইকরামুল, রঞ্জু, বিপুল, খালিদ এবং তুহিনের নেতৃত্বে ২০ থেকে ২৫ জন প্রকাশ্যেই জমির মোটর ঘর ভেঙ্গে দেয়। এসময় জমির চারদিক ঘেরা বাঁশের বেড়া লুট করে নিয়ে যায় তারা। পরে জমিতে বপন করা সরিষাও চষে দেয় প্রভাবশালীরা।

আজ সোমবার ভুক্তভোগী ভরত দাস সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করে বলেন, গেল দুই মাস ধরে একটি চক্র তার জমি দখল করে খেলার মাঠ বানানোর পায়তারা করছে। আমি মামলা করলে তারা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে মামলা তুলে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। গত ৪ সেপ্টেম্বর মহেশপুর থেকে বাড়ি ফেরার পথে বালিরগর্ত বাজারে চক্রটি দা, রড ও লাঠিসোটা নিয়ে আমাদের উপর হামলা চালায়। বাজারের লোকজন ছুটে এসে আমাদের রক্ষা করে। এ ঘটনায় আমার প্রতিবেশী রিপন বাদী হয়ে মহেশপুর থানায় অভিযোগ দিয়েছে। তিনি বলেন, আমি আমার পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বিতাড়িত হচ্ছি। আমি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সকলের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

এদিকে এর আগে জমি দখল ও ফসল নষ্টের ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে অভিযোগ গঠন করেছে। ঝিনাইদহ পুলিশ সুপারকে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে তদন্ত করে প্রতিবেদন দেয়ার নির্দেশ দেন কমিশনের চেয়ারম্যান। একই সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণেরও আদেশ দেয়া হয়। এরপরও জমি দখল, অত্যাচার, নির্যাতন থেকে রেহাই পাচ্ছে না ওই সংখ্যালঘু পরিবারটি।

এ ব্যাপারে মহেশপুর থানার এস আই জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, আদালতের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও যদি কেউ জমিতে যায় স্বেক্ষেত্রে আইনগত যা ব্যবস্থা হয় সেটা নেওয়া হবে।